দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 3 DEC 1996
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

বাংলাদেশ-ভারত পানি চুক্তির পূর্ণ বিবরণ

প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দুই দেশের জনগণের কল্যাণ সাধনের অভিন্ন লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং জোরদার করার দৃঢ় প্রত্যয়ে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে দুই দেশের ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টন এবং দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক কল্যাণে বন্যা ব্যবস্থাপনা, সেচ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও পানি বিদ্যুত উৎপাদনে এই অঞ্চলের পানি সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে এই চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। দুই দেশের জনগণের স্বার্থে পারস্পরিক সমঝোতার চেতনায় ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টনের ব্যবস্থা এবং গঙ্গার পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এই চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে এই চুক্তিতে কোন পক্ষের অধিকার ও স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করে যে সব বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করা হয়েছে তা নিচে দেয়া হলো ঃ—

অনুচ্ছেদ-১

ভারত বাংলাদেশকে যে পরিমাণ পানি দিতে সম্মত হয়েছে তা ছাড়া হবে ফারাক্কায়

অনুচ্ছেদ-২

(১) পরিশিষ্ট ১-এ বর্ণিত ফর্মুলার আলোকে প্রতিবছর পয়লা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টন হবে এবং পরিশিষ্ট-১ এর আওতায় পানি বণ্টন ব্যবস্থায় যে ফল দাঁড়াবে তার একটি নির্দেশমূলক তফসিল পরিশিষ্ট-২ এ দেয়া হয়েছে।

(২) ফারাক্কায় গত ৪০ বছরে (১৯৪৯-১৯৮৮) ১০ দিনের গড় পানি প্রাপ্তির ভিত্তিতে পরিশিষ্ট-২ এ নির্দেশমূলক তফসিল প্রদান করা হয়েছে। ফারাক্কার ওপরে উল্লেখিত ৪০ বছরের গড় পানিপ্রবাহ বজায় রাখার জন্য উজানের দেশ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে।

(৩) কোন দশ দিনের সময়কালে ফারাক্কায় পানিরপ্রবাহ ৫০ হাজার কিউসেকের নিচে নেমে আসলে দুই সরকার কোন পক্ষের ক্ষতি না করে সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার নীতিমালার ভিত্তিতে জরুরীভাবে পানি প্রবাহে সমন্বয় সাধনের জন্য অবিলম্বে আলোচনায় বসবে।

অনুচ্ছেদ-৩

অনুচ্ছেদ-১-এর আওতায় ফারাক্কায় বাংলাদেশের জন্য যে পানি ছাড়া হবে তা ভারতের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার ছাড়া ফারাক্কা এবং গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থান যার উভয় তীর বাংলাদেশ ভূখণ্ডে, ২শ' কিউসেকের বেশি হ্রাস করা হবে না।

অনুচ্ছেদ ৪

এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর সমানসংখ্যক সদস্য নিয়ে দুই সরকারের মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে (এই কমিটি যৌথ কমিটি নামে অভিহিত হবে)।
যৌথ কমিটি হার্ডিঞ্জ ব্রিজসহ ফারাক্কা, ফারাক্কার নিচে, ফিডার চ্যানেলে ও নেভিগেশন লকে দৈনন্দিন প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ডের জন্য উপযোগী টিম গঠন করবে।

অনুচ্ছেদ-৫

যৌথ কমিটি তার কার্যক্রমের নিজস্ব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে।

অনুচ্ছেদ-৬

যৌথ কমিটি তাদের সংগৃহীত সকল উপাত্ত এবং একটি বার্ষিক রিপোর্ট দুই সরকারের কাছে পেশ করবে। রিপোর্ট পেশ করার পর দুই সরকার প্রয়োজনবোধে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পর্যায়ে বৈঠকে মিলিত হবে।

অনুচ্ছেদ-৭

যৌথ কমিটি এই চুক্তিতে বর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়ন এবং এসব ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও ফারাক্কা বাঁধ চালুর প্রেক্ষিতে উদ্ভূত যে কোন সমস্যা পরীক্ষার জন্য দায়ী থাকবে।
এক্ষেত্রে কোন মতপার্থক্য বা বিরোধ দেখা দিলে ও তা যৌথ কমিটি সমাধান করতে না পারলে তা ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কাছে পাঠানো হবে। এর পরও মতপার্থক্য বা বিরোধ অমীমাংসিত থাকলে বিষয়টি দুই সরকারের কাছে পাঠাতে হবে। তারা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তা নিরসনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে যথাযথ পর্যায়ে বৈঠকে মিলিত হবেন।

অনুচ্ছেদ-৮

দুই সরকার শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা সমাধানে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

অনুচ্ছেদ ৯

সমতা, স্বচ্ছতা এবং অপরপক্ষকে ক্ষতি না করার নীতিমালার ভিত্তিতে উভয় সরকার অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১০

দুই সরকার এই চুক্তির অধীনে পানি বণ্টন ব্যবস্থা প্রয়োজনে সমতা, স্বচ্ছতা ও পরস্পরকে ক্ষতি না করার নীতিমালার ভিত্তিতে অন্যপক্ষের চাহিদা অনুসারে এবং সমন্বয়ের জন্য পাঁচ বছর অন্তর অথবা এর আগে পর্যালোচনা করবে।

অনুচ্ছেদ-১১

এই চুক্তির মেয়াদকালে অনুচ্ছেদ ১০ এ উল্লিখিত পর্যালোচনার পর সমন্বয় সংক্রান্ত চুক্তির অনুপস্থিতিতে ভারত [illegible]

মহিলা কর্মীগণ তাদের নিরাপত্তা বিষয়ে ভালভাবে না জেনে বিদেশে যাবেন না। প্রয়োজন
অবৈধ জনশক্তি রপ্তানীকারক আপনার আশেপাশেই আছে। এদের থেকে সাবধান থাকুন।
বিনা রসিদে কাউকে টাকা পয়সা দিবেন না।
আপনি কি কাজ করবেন, কত টাকা বেতন পাবেন, কি সুযোগ-সুবিধা আছে তা ভালভাবে জেনে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। চুক্তিপত্রের একটি কপি আপনার কাছে রাখবেন।
নিকটস্থ জেলা জনশক্তি অফিসে খোঁজ করুন এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সীর ঠিকানা জেনে নিন।
আপনি কি চাকুরী নিয়ে বিদেশে যেতে চান?

বিদেশে চাকুরী প্রার্থীদের জন্য সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

বণ্টন সংক্রান্ত ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তির প্রধান প্রধান দিক নিচে দেয়া হলো ঃ
- ভারত বাংলাদেশকে যে পরিমাণ পানি দিতে সম্মত
- ফারাক্কায় পানি প্রাপ্তির পরিমাণ ৭০ হাজার কিউসেক কিংবা তার কম হলে ৫০ ঃ ৫০ ভিত্তিতে পানি বণ্টন হবে।

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)